দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

শিক্ষার্থী সংকটে ৮৮৪ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ

সুলতান মাহমুদ ঃ শিক্ষার্থী সংকটে দেশের এক-তৃতীয়াংশ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। এসব কলেজ বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ আসন প্রায় প্রতিবছরই শূন্য পড়ে থাকছে। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকার কারণে ঐসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও (মান্থলী পেমেন্ট অর্ডার) ঝুঁকির মুখে পড়েছে। শিক্ষক, অবকাঠামো সুবিধা এবং সরকারী কোষাগার থেকে ওই সব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকার দায়ে অনেক কলেজের এমপিও স্থগিত হয়ে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) পদস্থ কর্মকর্তাগণ। হিসাব অনুযায়ী, দেশে ইন্টারমিডিয়েট ও সমমানের কলেজের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। এসব কলেজের মধ্যে ৮৮৪টিতে গত তিন বছর ধরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায়ও এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। ২০০৫ সালের এসএসসির প্রকাশিত ফলাফলে ৭ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রী। আর দেশের সরকারী-বেসরকারী কলেজগুলোতে আসন রয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। এ হিসাবেই ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক আসন শূন্য থাকবে শিক্ষার্থী সংকটে। ডিআইএ'র তথ্যে দেখা যায় যে, গত ৩ বছর ধরে দেশের ৮৮৪টি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট স্তরে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষার্থী সংকটে কলেজ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিভাগ মিলিয়ে ৩০ জনেরও কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এ কলেজগুলোর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১২২টি, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪৬৪টি, যশোর বোর্ডের অধীনে ৫৯টি, বরিশাল বোর্ডের অধীনে ৩৮টি, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে ৫৬টি, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ৮৩টি এবং সিলেট বোর্ডের অধীনে রয়েছে ৫২টি কলেজ। সরকারের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর বলছে, কোন কোন থানায় ১২ থেকে ১৮টি কলেজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কারণে। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা উপেক্ষা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক তদবিরে [illegible?] এসব কলেজ যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি এমপিওভুক্ত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকসহ সকল প্রায় সকল শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে অর্থের বিনিময়ে, ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে আত্মীয়তার জোরে আবার কখনও বা রাজনৈতিক কারণে। সরকারী-বেসরকারী অর্থায়নে এসব কলেজের অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা থাকলেও অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা এসব কলেজ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। শিক্ষক সংগঠনগুলো প্রতিটি থানা ও জেলায় জরিপের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেয়ার জন্য গত প্রায় এক দশকের বেশী সময় ধরে দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনগুলোর এ দাবী কাজে আসছে না। অব্যাহতভাবে অনুমোদন পাচ্ছে এবং এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।